শ্রীভগবানই এই কামের বিষয় থাকায়, এই কামটি প্রাকৃত কামদেব উদ্ভাবিত প্রাকৃত কাম হ'তে পারে না ; কিন্তু "সাক্ষান্ মন্মথমন্মথ" ১০।৩২।২ শ্লোকে এরূপ উল্লেখ থাকায়, বিশেষতঃ তন্ত্রাদিশাস্ত্রে কামগায়ত্রী এবং কামবীজে সাক্ষাৎ কামরূপে উপাসনায় একমাত্র শ্রীভগবান কর্তৃক উদ্ভাবিত এই কাম যে অপ্রাকৃত—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। শ্রীমান্ উদ্ধব প্রভৃতি পরম ভক্তগণও এই উপপতি ভাবময় কামের প্রশংসা করিয়াছেন—তাহা ১০।৪৭।৫৮ "এতাঃ পরং তনুভৃতঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে শুনা যায়। অর্থাৎ "সম্প্রতি অজাতরতি, জাতরতি, প্রাপ্তভগবৎপার্ষদগণরূপাভক্তভূষণে বিভূষিত ভূমণ্ডলে এই শ্রীলব্রজদেবীগণই কেবল উত্তমদেহধারিণী। কারণ এই ব্রজাঙ্গনা-গণের দেহখানি মহাভাবতেজোময় এবং মহাভাবপ্রকাশের আকর স্বরূপ। অন্য কোন ভক্তদেহই—অধিক কি মুকুন্দমহিষীবৃন্দগণের দেহও এই মহাভাব ধারণ করিতে সমর্থ নহে। যেমন গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে একমাত্র শ্রীমহাদেবই সমর্থ হইয়াছিলেন—অন্য কোন সমর্থ ব্যক্তিরই সেই বেগ ধারণে সামর্থ্য ছিল না, তেমনই মহাভাবের বেগ ধারণ করিতে একমাত্র গোপীদেহই সমর্থ, অন্য কোন ভক্তদেহ সমর্থ নহে। যে গোপীভাবের গাঢ় আবেশ মুমুক্ষু, মুক্তপুরুষ এবং দাসভক্ত আমরাও সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিয়া থাকি। কিন্তু কেহই লাভ করিতে পারে না এবং পারিতেছি না, ইত্যাদি রূপে প্রশংসার কথা শুনা যায়। অধিক কি, নিখিল প্রমাণ শিরোমণি শ্রুতিগণের অধিষ্ঠাত্রীদেবী-গণেরও শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাবময় কামভাব বৃহদ্বামন পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু সেইভাবে শ্রুতিগণও নিত্যসিদ্ধ গোপিকাগণের ভাবের অভিলাষিণী হইয়া গোপীরূপেই গোপীগণের অন্তঃপাতিনী হইয়াছিলেন। শ্রুতিগণ যে গোপীভাবের অভিলাষিণী হইয়া গোপীদেহ লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ের সূচনা করিয়া ১০।৮৭।২৩ শ্লোকে শ্রুতিগণই নিম্নলিখিত প্রকার বলিয়াছেন—"হে নাথ! প্রাণবায়ু, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গকে নিরুদ্ধ করিয়া সুদৃঢ় যোগ সাধক মুনিগণ যে ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব শাস্ত্রদৃষ্টিতে প্রয়াস বাহুল্যে হৃদয়ে উপাসনা করে, অরিগণও যাঁহার স্মরণ প্রভাবে তাদৃশী উপাসনা বিনাও সেই তত্ত্ববস্তুকে লাভ করিয়া থাকে ; তেমনই আবার শ্রীগোপসুভ্রূগণ তোমার শ্রীনন্দনন্দনরূপের যে সর্পশ্রেষ্ঠদেহতুল্য ভুজদণ্ডে বিশেষ আসক্তচিত্তা হইয়া তোমারই (শ্রীনন্দ-নন্দনস্বরূপেরই) অঙ্ঘ্রি সরোজসুধা অর্থাৎ শ্রীচরকমল স্পর্শ-বিশেষজাত প্রেম-মাধুর্য্য লাভ করিয়াছিল ; আমরা শ্রুতিগণও সমদৃক্ অর্থাৎ গোপীসমভাবা হইয়া সমা অর্থাৎ তাদৃশগোপীত্বপ্রাপ্তিতে তৎ সাম্য লাভ করিয়াছি, অর্থাৎ গোপীগণ যে তোমার নন্দনন্দনস্বরূপের চরণকমল স্পর্শ-বিশেষজাত প্রেম-মাধুর্য্য